বন্যপ্রাণের অভয়ক্ষেত্র

সল্টপিটে গন্ডার আর গাউর পাশাপাশি নুন চাটছে। বাঁদরের দল অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ধরে সংবর্ধনা দিচ্ছে যেন গাউরদের। মা হাতি সুন্দরমণি তার বাচ্চাকে চোখে হারায়। জানা-অজানা হাজার গাছের ভিড়ে হাতির পিঠে বনভ্রমণের মজাই আলাদা। ঝোরার জলে গা ডুবিয়ে খেলায় মত্ত বিশালাকার গন্ডার। জলদপাড়া ঘুরে এসে বর্ণনায় **গোপা দাস**

আমরা কয়েকজন আত্মীয় মিলে যখন জলদাপাড়ার ২ নং লজের উদ্দেশে রওনা দিলাম তখন বর্ষার জল পেয়ে রাস্তার দু'পাশে সবুজ গালিচার মতো বিস্তীর্ণ ধানখেত, বৃক্ষরাজি হয়ে উঠেছে সবুজ-শ্যামলিমায় ভরপুর। মনে হচ্ছে তারা যেন নবযৌবন লাভ করেছে। লজ আগেই বুক করা ছিল, তাই ঘর নিয়ে চিন্তা নেই কোনও। মাদারিহাটের ৩১নং জাতীয় সড়ক থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গা ছমছমে অনুভূতি নিয়ে লজ পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ২ নং লজে পৌঁছে গেলাম। ২১৬.৫১ বর্গ কিলোমিটারহ আয়তনের অরণ্যে সঙ্গী ছিল নদী, বানরের উঁকিঝুঁকি, পাখিদের কূজন আর গভীর জঙ্গলের হাতছানি। প্রাণী দেখার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী ৫ নং ঘর, সেখানেই আমাদের ঠাঁই হল।

হালকা টিফিন করে, ক্যামেরা নিয়ে ঝোরার ধারে বসে পড়লাম। ঝোরার ওপারে সল্টপিট, ওখানে অনেকরকম পাখিদের কলতান, পাশের গাছে বাঁদরের বাঁদরামি দেখতে দেখতে বিকেল তিনটে থেকে সল্টপিটের কাছে ময়ূর আসতে শুরু করল, তারা কেউ খাচ্ছে, কেউ কেকা রব করছে, কেউবা পেখম তুলেই নামিয়ে নিচ্ছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন কোনও আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। প্রায় বিকেল চারটের দিকে প্রচুর বাচ্চাসহ গাউর (বাইসনের মতো কিন্তু ছোট) এসে নুন চাটতে লাগল। এর পর যা ঘটল তা বর্ণনাতীত। গাউরের আসার পর গাছ থেকে বাঁদরের দল নেমে গাউরদের সংবর্ধনা দেওয়ার মতো করে অর্ধচন্দ্রাকৃতির আকারে কয়েক মিনিট ঘিরে থাকল, তারপর ডান দিকের গাছে উঠে গেল। হঠাৎ করে গ্লেডের এক কোণে গাছের আড়ালে হাতির পালের মধ্যে পাঁচ-ছটা হাতিকে দেখা যাচ্ছিল। বৃংহনের আওয়াজে ভয়ে, আনন্দে শিহরণ জেগে উঠল। তারা বেশ কিছুক্ষণ ডালপালা ভেঙে, খেয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল। চা-স্ন্যাক্স খাওয়ার জন্য ঘরে গিয়েও চোখ ওই গ্লেডের দিকে। হরিণগুলো দৌড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, কখনও সামান্য ঘাস খেয়ে, লুকোচুরি খেলার মতো লুকিয়ে পড়ছে। সন্ধে নামতেই এক অসাধারণ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইলাম, এক বিশাল গন্ডার আমাদের ৮ ফুট মতো দূরে বাঁদিকের বাগানে ঘাস খেতে শুরু করল। এ বাগানের ঘাস নাকি তাদের খুব প্রিয়। ফরেস্ট গার্ড আমাদের লজের ঘরে ঢুকতে বলল। গার্ড সার্চলাইট ফেলতেই হতবাক হয়ে দেখলাম সল্টপিটে গোটা আষ্টেক গন্ডার এসে হাজির।

গন্ডার-গাউর পাশাপাশি অবস্থান করে নুন চাটছে। কিছু কিছু ঝোরায় এসে জল খাচ্ছে। প্রতিদিন সল্টপিটে পাঁচ কিলো নুন দেওয়া হয়। তাই প্রাণীরা নুন চাটতে এলেই তাদের দেখা যাবে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। ডানদিকের বাগানে একজোড়া গন্ডার এসে ঘাস খাচ্ছে। বিকট একটা শব্দ করছে, এই শব্দটাই ভয়ে আমাদের মনে কম্পন জাগাচ্ছে। আমরা রাত বারোটায় শুতে যাওয়ার আগে লক্ষ্য করলাম তখনও ওরা ঘাস খেয়েই চলেছে।

পরদিন ভোরে হাতি সাফারি। তিনটি কুনকি, তিনটি ট্রেনিং নিচ্ছে এমন হাতি এবং সঙ্গে ছ'মাসের এক বাচ্চাহাতি। বাচ্চার নাম — কুঞ্জমণি, মায়ের নাম সুন্দরমণি। সুন্দরমণির পিঠে ছিলাম আমরা। বাচ্চা চোখের আড়াল হলেই মা সুন্দরমণির শরীর কাঁপত। আমরা হাওদার উপর বসে থেকে সেই কম্পন অনুভব করতাম। সত্যি এ এক ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা। মাতৃসুলভ স্নেহময়ী ভাব অনুভব করে অভিভূত, পশু হলেও মায়ের মমতাবোধ যে কত তীব্র, তা উপলব্ধি করলাম। হাতিগুলো বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা শিমুল, খয়ের. ওদালা, গামরি, কাঁঠাল, গোয়েন্ডারি, ছাতিম, দুধোনি আরও কত অজানা গাছের ফুল-পাতার ঘ্রাণ নিতে নিতে এগিয়ে চললাম গন্ডার, বাইসন, হরিণের বিচরণক্ষেত্রের দিকে।

এই অরণ্যের আন্ডার গ্রোথ এতটাই বেশি যে বনশুয়োর ছাড়া নীচে কিছু দেখা গেল না। গাছে কাঠবিড়ালি, ময়ূর, বানর ঝুলে রয়েছে। কয়েকটি ঝোরা পার হয়ে হোগলা বনে আমাদের হাতি, হরিণ, গন্ডারের দলের মাঝে এসে দাঁড়াল। এ যেন এক হাড়কাঁপানো দৃশ্য, সবার ক্যামেরায় ধরা রইল। শেষে কয়েকটি বাইসন দেখে ফেরার পথে ঝোরার মধ্যে এক গন্ডার শরীরের বেশির ভাগ অংশ জলে ডুবিয়ে বসে আছে। আমাদের হাতিগুলো কাছে যেতেই ও ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা ছবি তুলে ফিরতেই ও আবার ডুবে রইল। আমরা এই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে মনের আনন্দে লজে ফিরে এলাম। লজের কর্মকর্তাদের আতিথেয়তা সুস্বাদু রান্না আমাদের মনকে ছুঁয়ে গেছে। আটখানা ঘর সুন্দর, বড় বড় তিনখানা ভিআইপি-দের জন্য। বাথরুমটাও আধুনিকতার ছোঁয়ায় উজ্জ্বল। বাইশজন বসতে পারে এমন ডাইনিং রুমে ইনসেক্ট ফ্ল্যাশার, একোয়াগার্ড কী নেই। কোনও পার্টির আয়োজন করলে বুফে সিস্টেমের ব্যবস্থাও আছে। সবকিছু উপভোগ করতে হলে বুকিং করে চলে আসতে হবে, স্বপ্ন সার্থক হবে।

কীভাবে যাবেন — কলকাতা থেকে তিস্তা-তোর্সা বা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি নেমে ১১৫ কিলোমিটাক রাস্তা গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে। আবার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে আলিপুরদুয়ারে নেমে ৫০ কিলোমিটার পথ গাড়িভাড়া করে যাওয়া যায়।

কলকাতা এবং শিলিগুড়ি থেকেও বুকিং করা যায়। ফোন ঃ কলকাতা — ০৩৩ ২২৪৩৬৮৮০, শিলিগুড়ি - ০৩৫৩২৫১৭৫৬১

অনলাইন বুকিং ঃ www.westbengaltourism.gov.in

plan করুন

লাদাখের কারসা গুস্তোর উৎসব

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের লাদাখ জেলার জাঁসকার উপত্যকায় গ্রীষ্মকালীন এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শয়তানকে দমন করে দেবতার প্রতিষ্ঠাই এই উৎসবের মূল কথা। বৌদ্ধদের মধ্যে হলুদ টুপি গেলুক-পা সম্প্রদায়ের সবথেকে বড় বৌদ্ধগুম্ফাটি এই জাঁসকারেই অবস্থিত। কারসা গুস্তোর উৎসব নামে খ্যাত এই উৎসবটি দেখতে বহু দূর-দূরান্তের মানুষ আসেন এখানে। নবম শতাব্দীতে এক তিব্বতি রাজা লাং-ডার-মা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাঘাতকতা করেন। এবং রাজ্যটির প্রভূত ক্ষতি করেন। দলত্যাগী একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁকে বাধ্য হয়ে গুপ্তহত্যা করেন। সেই ঘটনাকে স্মরণে রেখে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে মিলে নাচের মাধ্যমে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রদর্শন করেন। উৎসবের শেষ দিনে ওই শয়তান রাজার প্রতিকৃতি তৈরি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দু' দিন ব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। কালোটুপি নাচের যিনি প্রধান তিনি যখন শয়তানকে ধ্বংস করেন তার নাম হল অর্ঘ্যম। উৎসব দেখতে আসা উৎসাহী দর্শকরাও এখানে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবে যে সমস্ত বৌদ্ধরা মুখোশ নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের ভগবানের অবতার বলে মনে করা হয়। তাঁদের বলা হয় ধর্মপাল। এইবছর কারসা গুস্তোর উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে জুলাই মাসের ১১ এবং ১২ তারিখে।